ECHO OF HIS CALL

আহ্বানের প্রতিধ্বনি

BENGALI

India's National Spiritual Newspaper

₹ 10/-

Published monthly in ENGLISH, TAMIL, MALAYALAM, TELUGU, HINDI, KANNADA, MARATHI, BENGALI, GUJARATI, ODIYA, ASSAMESE, PUNJABI, NEPALI, URDU, SINHALA & AFRIKAN

Editor : S. SAM SELVA RAJ | 16 Languages | Associate Editor : Rev.Dr. Anjan Kumar Singh

Vol. XXIV | YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, MAY 2022 | No. 03

পবিত্র বাইবেল

অনুগ্রহ করে এই অংশটি মুখস্থ করুন
প্রভুর প্রশংসা হোক
হিতোপদেশ ২২:১-১০

১। প্রচুর ধনসম্পদের চেয়ে সুনাম বেশি কাম্য; রূপো ও সোনার চেয়ে সম্মান পাওয়া ভালো।

২। ধনবান ও দরিদ্রের মধ্যে একটিই মিল আছে; সদাপ্রভু তাদের উভয়েরই নির্মাতা।

৩। বিচক্ষণ মানুষেরা বিপদ দেখে কোথাও আশ্রয় নেয়, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকেরা এগিয়ে যায় ও শাস্তি পায়।

৪। নম্রতাই সদাপ্রভুর ভয়; এর বেতন হল ধনসম্পদ ও সম্মান ও জীবন।

৫। দুষ্টদের চলার পথে ফাঁদ ও চোরা খাদ থাকে, কিন্তু যারা নিজেদের জীবন রক্ষা করে তারা সেগুলি থেকে দূরে সরে থাকে।

৬। সন্তানদের এমন এক পথে চলার শিক্ষা দাও যে পথে তাদের চলা উচিত, ও তারা বৃদ্ধ হয়ে গেলেও সেখান থেকে ফিরে আসবে না।

৭। ধনবানেরা দরিদ্রদের উপর কর্তৃত্ব করে, ও যারা ধার করে তারা মহাজনদের দাস হয়।

৮। যারা অধর্মের বীজ বোনে তাদের চরম দুর্দশারূপী ফসল কাটতে হয়, ও তারা রাগের বশে যে লাঠি চালায় তা ভেঙে যাবে।

৯। উদার প্রকৃতির মানুষেরা স্বয়ং আশীর্বাদধন্য হবে, কারণ তারা তাদের খাদ্য দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়।

১০। বিদ্রূপকারীদের তাড়িয়ে দাও, আর বিবাদও দূর হয়ে যাবে; বিবাদ ও অপমানও মিটে যাবে।

আমরা কি অন্তিম দিনগুলির মধ্যে বাস করছি?

ARE WE LIVE IN THE LAST DAYS?

ব্রাদার এম. পলরাজ

পৃথিবী এখন রাশিয়া এবং তার প্রতিবাসী দেশ, ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধে ছাড়খাড় হয়ে যাচ্ছে। ২০২২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং বিদেশী শিক্ষার্থীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ৫ই মার্চ ৭ ঘণ্টা বিরতিসহ এখনও যুদ্ধ চলছে। প্রথম দিন রাশিয়া সহজেই ইউক্রেনের উপর দৌরাত্ম করলেও পরে ইউক্রেনের দিক থেকে তাদের কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখন২১শে মার্চ পর্যন্ত যুদ্ধ ২৬ দিনে পৌঁছেছে। বন্ধু দেশগুলি থেকে অস্ত্র সরবরাহ আসার কারণে প্রতিরোধ যতই কঠিন হোক না কেন রাশিয়ার সঙ্গে এর কোনও তুলনাই হয় না। ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়ান এবং ন্যাটোতে যোগদান করার পরিকল্পনা করার বিষয়টিই রাশিয়ার তাদের উপর ক্রোধের কারণ ছিল যেহেতু এটা হলে ন্যাটো বাহিনীর কাছে সরাসরি তাদের (রাশিয়ার) সীমানায় প্রবেশ করার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে! এখন অনেক ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়ার খুব কাছেই অবস্থিত। সুতরাং রাশিয়ার ভয় ভিত্তিহীন। একটি সার্বভৌম দেশ হিসাবে, ইউক্রেনের তাদের নিজের পছন্দগুলি বেছে নেওয়ার প্রত্যেকটি দিক থেকে অধিকার আছে। রাশিয়ার নিছক অহংবোধের কারণে এই যুদ্ধ হচ্ছে! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমের দেশগুলি রাশিয়ার এই আগ্রাসনের নিন্দা করেছে এবং এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবন্ধকতা ঘোষণা করেছিল। ব্রিটেন এবং জার্মানীর মতো কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ইউক্রেনকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরাসরি এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত না থাকার বিষয় ঘোষণা করেছেন কারণ এর ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। এখনও এরকমই চলতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতির বিষয় আলোচনা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ানের প্রধান রাষ্ট্রনেতারা দুই একদিনের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে ব্রাসেলসে মিলিত হওয়ার কারণে ধারণা এবং সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। রাশিয়া দায়মুক্তভাবে ইউক্রেনিয় শহরগুলিতে অবিরাম আঘাত হানছে! তারা সুপারসোনিক প্লেনগুলি ব্যবহার করছে এবং ইউক্রেনিয়দের উপর আধুনিকতম বোমগুলি বর্ষণ করছে। এখন মনে হচ্ছে যে রাশিয়ার শীঘই যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে পৃথিবীর অথবা আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার আদালতের কথায় কর্ণপাত করার মতো মেজাজ নেই।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি, যিনি এক কমেডিয়ান থেকে রাজনীতিতে এসেছিলেন তিনি যুদ্ধের নায়কের মতো কাজ করছেন এবং ইউক্রেনের অধিবাসীরা তাঁর পেছনে আছে। তিনি ইস্রায়েলের সংসদের উদ্দেশে সম্প্রতি একটি ভারচুয়াল বক্তৃতায় নিজেকে একজন ইহুদীদের বংশধর হিসাবে দাবী করেছিলেন এবং তাদের সমর্থন চেয়েছিলেন।

এখন ২রা এপ্রিল,২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেতের ভারত পরিদর্শনে আসার সময়সূচী নির্ধারিত হয়েছিল। সুতরাং, ইস্রায়েল এখন যুদ্ধের প্রস্তুতির চিন্তার মধ্যে নেই। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধে ভারত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাইহোক, ভারত ইউক্রেনকে মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

(ক্রমশঃ ৩ পৃষ্ঠায়)

আহ্বানের প্রতিধ্বনি – (১৯৬৯-২০১৯ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ)

from your dearly beloved brother...

"সদাপ্রভুর ডান হাত উন্নত হয়েছে; সদাপ্রভুর ডান হাত মহান কার্য সাধন করেছে!" (গীত ১১৮:১৬)

আমাদের মিশনের নীতি

সমকালীন প্রজন্মের কাছে প্রাচীন এবং আদি প্রেরিতদের শিক্ষাগুলিকে লঘু না করে ব্যাখ্যা করা এবং শিক্ষা দেওয়াই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

খ্রীষ্টে প্রিয় বন্ধুগণ,

আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অতুলনীয় নামে আপনাদের প্রেমপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের প্রার্থনা এবং সাহায্য আমাদেরকে প্রতিদিন আরও উচ্চতর স্তরে নিয়ে আসছে। সুতরাং, আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য। আমরা আপনাকে "ধন্যবাদ" বলার সুযোগ পেয়েছি।

মে মাসে, বিদ্যালয়গুলি এবং কলেজগুলি দ্বারা প্রদত্ত ভারতের শিশু এবং যুবক যুবতীরা ছুটি উপভোগ করতে পারে। এই ছুটির দিনগুলি চলাকালীন, জাগতিক বিষয়ে সময় নষ্ট করবেন না, কিন্তু আমরা আপনাকে এবং আপনার সন্তানদের প্রভুর জন্য কার্যকরী কিছু করার বিষয়ে সামনে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করছি। আপনি আপনার চার্চের বিশেষ উপাসনা সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং আপনার চার্চের ব্যবস্থাপনার কাজে সাহায্য করতে পারেন, এইভাবে আপনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। আপনি যদি এই ধরণের কাজ করেন ঈশ্বর আপনাদের পরিবারগুলিকে আশীর্বাদ করবেন। প্রভু আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি অনেক উত্তম কাজ করেছেন। এই সুবিধাগুলির বিষয় ভুলে যাবেন না।

আমরা, আপনাদের ঈশ্বরের দাসেরারাও আনন্দের সঙ্গে মহা অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমাদের ইংরাজী উচ্চবিদ্যালয়, তামিল সান্ধ্য বাইবেল কলেজ, হিন্দি অনলাইন বাইবেল ক্লাসগুলি, ১৬টি ভাষায় প্রকাশিত আহ্বানের প্রতিধ্বনি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরীভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে চালু আছে। পরের মাস থেকে আমাদের বৃদ্ধি পাওয়া মণ্ডলীর উপাসনাগুলি এবং হিন্দি আবাসিক বাইবেল কলেজ শুরু হবে। এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি উপযুক্তরূপে পরিচালনার জন্য আপনাদের প্রার্থনার একান্ত প্রয়োজন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের প্রয়োজনগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং আপনাদের কাছে চাওয়ার আগেই ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, জিপে, মানিঅর্ডার, চেক এবং ডিমাণ্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে অনুদানগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা উৎসাহিত হয়েছি এবং আমরা আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাদের আশির্ব্বাদ করি। সমস্ত মঙ্গল এবং দয়া আপনার সহবর্তী হোক।

আমাদের মধ্যে কয়েক জন এবং আমাদের পরিবারের মধ্যে কয়েক জন শারীরিকভাবে দুর্বলতা অনুভব করছেন। বিশেষ করে ব্রাদার পলরাজ এবং পাস্টর মুথুর সমস্ত অসুস্থতা থেকে আরোগ্যের জন্য অবিরত প্রার্থনা করুন।

আমরা আপনাকে ভালোবাসি এবং অবিরত আপনার জন্য প্রার্থনা করি। আপনার পত্র, ইমেল, টেলিফোন কলগুলির জন্য এবং আপনার সমস্ত সমর্থন এবং সাহায্যের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আপনার সমস্ত অনুরোধ এবং বিনতিগুলি ঈশ্বরকে অবগত করি।

ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।

যীশু খ্রীষ্টে আপনাদের দাস

পাস্টর এস. স্যাম সেলভা রাজ এবং অ্যালেকস স্যামসন স্যাম।

(+91) 98412 71858 / 98410 71858, E.mail : samselvaraj333@gmail.com

CHIEF EDITOR
Angeline Selvakumari Henry, M.A., M.Ed.

MANAGING EDITOR
Pastor Alex Samson Sam, B.Th., M.Div.

ADMINISTRATION
Bro. N. Prakasam, M.A., General Manager

EDITORIAL BOARD
Sis. Jesy Veena Sam
Bro. M. Paulraj, M.A., B.Ed.
Sis. Serena Bevin, M.A., M.Phil., B.Ed.

EDITOR, PUBLISHER & PRINTER
Pastor S. SAM SELVA RAJ
Echo of His Call Printers
10, Mohammed Abdullah 2nd Street,
Chepauk, Chennai- 600 005, India.
Phone : (+ 91- 44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766
Cell : (+91) 98410 71852, 95661 31858

E.mail ID
sam@echoofhiscall.org
biblecor@yahoo.co.in

WEBSITES
www.echoofhiscall.org
www.stpaulsmatriculation.com

YOUTUBE CHANNEL
Echo of His Call

(ক্রমশঃ ১ম পৃষ্ঠার পর থেকে)

যেহেতু যুদ্ধ ২৬ দিনে প্রবেশ করেছে, সেহেতু এটি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার সমস্ত প্রকারের সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষেত্রে, রাশিয়া তাদের প্রধান শত্রু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে! যদি এটা হয়, তাহলে অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে। জেলেনস্কির বক্তব্য অনুসারে, ইস্রায়েলের যে কোনও দেশের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো সামরিক শক্তি আছে। যদি ইস্রায়েল আক্রান্ত হয় তাহলে আসন্ন দিনগুলিতে কী ঘটবে তা কেউ জানে না।

পবিত্র বাইবেল অনুসারে, হরমাগিদোন যুদ্ধের আগে রাশিয়া ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আসবে। যুদ্ধে ইস্রায়েল জয়ী হবে এবং ইস্রায়েলের লোকেরা জ্বালানীর কাঠের মতো সাত বছর যুদ্ধের যন্ত্রপাতির অবশেষগুলি ব্যবহার করবে! এখনকার দিনগুলিতে, রাশিয়া যুদ্ধের প্লেনগুলি তৈরী করার ক্ষেত্রে নরওয়ে থেকে আমদানি করা একধরণের বিশেষ কাঠ ব্যবহার করছে, যা সাতগুণ শক্তিশালী, কিন্তু ওজনেও কম। (যিহিষ্কেল ৩৮ এবং ৩৯ অধ্যায়)। কিন্তু আমরা জানি যে সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ঘটবে! আসুন আমরা পৃথিবীর লোকদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করি!

এমনকী যদি বর্তমান যুদ্ধ যৌক্তিকতার দিক থেকে থেমেও যায়, প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের পরিকল্পনাটি অভিষিক্ত করা হয়েছিল, যেখানে সপ্তম সিলমোহরটি খোলা হয়েছিল, সপ্ত তূরীধ্বনির শব্দ সহযোগে এবং সদাপ্রভুর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সপ্তম ঐশ্বিক ক্রোধেভরা বাটি ঢেলে দেওয়ার ঘটনাটিও ঘটবে। প্রথম চারটি সিলমোহর খোলার পরিণতিগুলির অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি। সাত বছরের মহাতাড়নার সময়ের মধ্যভাগে পঞ্চম সিলমোহরটি খোলা হবে কারণ তারা ঐ সময়ের মধ্যে সাক্ষ্যমর হিসাবে মারা যাবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা এখন চতুর্থ সিলমোহরটি খোলার সময়ের মধ্যে বাস করছি কারণ আমরা পৃথিবীতে এবং প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজগুলি ঘটতে দেখতে পাচ্ছি। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধটি সিলমোহরগুলি খোলার ঘটনাগুলি অনুসারেই ঘটছে। যীশু খ্রীষ্টও মথি লিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে এই বিষয়গুলির সম্পর্কে বলেছেন।

পৃথিবী শেষ হওয়ার সময় এবং তাঁর আগমনের সঙ্গে যীশু নোহের দিনগুলির সময় বিনাশের সঙ্গে এবং প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের মধ্যে একটি সমান্তরাল রেখা টেনেছিলেন। কেবল তার এবং তার পরিবারের থাকার জন্য নোহকে ঈশ্বর একটি প্রকাণ্ড জাহাজ তৈরী করতে বলেছিলেন, কারণ সদাপ্রভু পৃথিবীকে বন্যার জলে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নোহ ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন এবং তিনি ও তার পরিবার ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। বাইবেলের পণ্ডিতদের মতে নোহের এই কাজটি শেষ করতে প্রায় ১০০ বছর লেগেছিল। সেই সময়ের লোকেরা নোহকে বিদ্রূপ এবং উপহাস করেছিল। যাইহোক, নোহ তাদেরকে মন পরিবর্তন করার বিষয় এবং জাহাজে প্রবেশ করার বিষয় প্রচার করেছিলেন (২ পিতর ২:৫)। কিন্তু কেউ তার কথায় মনোযোগ দেয়নি। সদাপ্রভুর নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

যীশু বলেছিলেন, জলপ্লাবনের পূর্বকালে, লোকেরা পান করত, বিবাহ করত ও তাদের বিবাহ দেওয়া হতো,নোহ এবং তার ৮জন সদস্যের পরিবার জাহাজে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এবং সদাপ্রভু এর দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত লোকেরা এইভাবে জীবন যাপন করছিল। বন্যা এসেছিল এবং জাহাজের বাইরের সমস্ত অসেচতন লোকদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! নোহ এবং তাঁর পরিবার ছাড়া আর সকলে বিনষ্ট হয়েছিল (মথি ২৪:৩৭-৩৯)।

এখনকার পৃথিবীর অবস্থা নোহের সময়ের পৃথিবীর অবস্থার থেকে কোনও অংশেই ভালো নয়। পৃথিবীটা কুকর্মে এবং ভ্রষ্টাচারে পরিপূর্ণ যা প্রভুর মধ্যস্থতাকে আমন্ত্রণ করে। আমরা প্রকৃতভাবেই অন্তিম দিনগুলিত বাস করছি!

যীশু কবে আসবেন সেটা কোটি টাকার প্রশ্ন? অনেকের মতে সাত বছরের মহা তাড়নার এবং খ্রীষ্টারীর আবির্ভাবের আগে যীশু আসবেন। কয়েক জন ২ থিষলনীকীয় ২:১-৩ পদ উল্লেখ করে বলেন, মহাতাড়নার সময়েই খ্রীষ্টারি দৃষ্টিগোচর হবে। কখন খ্রীষ্টারি উদিত হবে সেটা যুক্তি তর্কের বিষয় নয়। মহাতাড়নার কাল শেষ হওয়ার পর জৈতুন পর্বতে যীশু অবতরণ করবেন এবং হরমাগিদোনে খ্রীষ্টারির মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবেন।

সিলমোহরগুলি খোলার ঘটনাটি কখন ঘটবে? স্বয়ং যীশু বলেছিলেন যে অনেকে আসবে এবং তাঁর নাম করে বলবে, "...আমিই সেই খ্রীষ্ট, ও বহু মানুষকে ঠকাবে" (মথি ২৪:৫)। এটিই হচ্ছে খ্রীষ্টারির কাজ। ইতিমধ্যেই খ্রীষ্টারির আত্মা পৃথিবীতে এসে গিয়েছে এবং কাজে লিপ্ত হয়েছে। কখন প্রথম সীলমোহরটি খোলা হয়েছে।

প্রথম সিলমোহর!

মেষশাবক যখন প্রথম সিলমোহরটি খুলেছিলেন, তখন যোহন একটি সাদা ঘোড়া দেখেছিলেন। আর তার উপর যে বসেছিল তার হাতে তীর ধনুক ছিল, এবং তাকে একটি মুকুট দেওয়া হল। সে বিজয়ীর বেশে জয় করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ৬:১,২)। যে শ্বেতবর্ণের অশ্বের উপর বসেছিল সে খ্রীষ্টারি ছিল না যেহেতু সে অসংখ্য লোকদের মধ্যে থেকে উদিত হয়েছিল। সে আত্মা ছিল না, সম্ভবতঃ সে অসংখ্য রাজাদের মধ্যে একজন অথবা রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে একজন অথবা প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিল। এখানে, সাদা ঘোড়ার থেকে উদিত ব্যক্তি হচ্ছে খ্রীষ্টারির আত্মা যে ইতিমধ্যেই প্রথম শতাব্দী থেকে চুপিসারে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথম শতাব্দীতে বাসকারী প্রেরিত যোহন খ্রীষ্টারির আত্মার উপস্থিতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রৈরিতীক পত্রে এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছিলেন, "প্রিয় সন্তানেরা, এ-সেই অন্তিম প্রহর এবং তোমরা শুনেছ, খ্রীষ্টারির আগমন সন্নিকট, বরং এখনই বহু খ্রীষ্টারি উপস্থিত হয়েছে। এভাবেই আমরা জানতে পারি যে, এখনই অন্তিম প্রহর" (১ যোহন ২:১৮)। যে ব্যক্তি পিতা এবং পুত্রকে অস্বীকার করে তাকে খ্রীষ্টারি বলে (১ যোহন ২:২২)। যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই বলেছিলাম, খ্রীষ্টারি হচ্ছে একজন পুরুষ যে লোকদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয় এবং যার সম্বন্ধে যোহন সাক্ষ্য দিয়ে খ্রীষ্টারির আত্মা বলেছিলেন। আমরা হয়তো এই দিনগুলিতেও এই ধরণের লোকদের সাক্ষী হয়েছি। শ্বেত অশ্বের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমরা যেন প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১ পদে শ্বেত অশ্বে উপবিষ্ট মনুষ্যপুত্রকে গুলিয়ে না ফেলি।

দ্বিতীয় সিলমোহর!

একটি অগ্নিবৎ লাল ঘোড়া বেরিয়ে এসেছিল। এর আরোহীকে পৃথিবীর শান্তি হরণ করার ক্ষমতা দত্ত হয়েছিল;তাকে এর জন্য একটি দীর্ঘ তরোয়াল প্রদত্ত হয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ৬:৩,৪)। এই লোকটিকে পৃথিবীর শান্তি হরণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যাতে লোকেরা পরস্পরকে হত্যা করে, অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং হিংসাত্মক কার্যলাপে লিপ্ত হয়। এই অবস্থাটি এই পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর ধরে বলবৎ আছে। সে এই বিষয়ে অত্যধিক কাজ করে চলেছে।

তৃতীয় সিলমোহর!

যখন তৃতীয় সিলমোহরটি খোলা হয়েছিল, তখন একটি কালো ঘোড়া বের হয়ে এসেছিল এবং এর আরোহীর হাতে একটি দাঁড়িপাল্লা ছিল। তাকে এই পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আনার ক্ষমতা দত্ত হয়েছিল। এই বিষয়টি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকার

কয়েকটি দেশ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হচ্ছে। ইথিয়পীয়া, সুদান,সোমালিয়ার মতো দেশগুলি মাঝে মাঝেই এই ভীতির সম্মুখীন হচ্ছে। অতি সম্প্রতি, এক ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হাইতি দ্বীপটিকে আঘাত করে, যার ফলে এক মারাত্মক সুনামী সৃষ্টি হয়েছিল, যা দ্বীপটিকে এতো ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস করেছিল যে দ্বীপটাকে চেনা যাচ্ছিল না। সেখানে এখন লোকেরা সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পোড়া কাদামাটি রুটী মনে করে খাচ্ছে! শ্রীলঙ্কা মহা আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে যা নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষের কারণে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্থান এখন দুর্ভিক্ষের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে কোভিড-১৯ অতিমারীর পর সারা পৃথিবীকে খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতির মহাসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

বিল গেটস্ এবং অন্যান্য কোটিপতিরা মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশে চাষআবাদ করার জন্য লক্ষ লক্ষ একর জমি কিনেছেন! তারা ইতিমধ্যেই শস্য বাজারে প্রবেশ করেছেন এবং তাদের উৎপন্ন শস্য বিক্রি করছেন! ভারতে সম্প্রতি তিনটি কৃষি আইন কার্যকর করা হয়েছিল, তারপর আবার সেই আইন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এটি আমাদের দেশের কোটিপতিদের বৃহত্তর আকারে কৃষিতে প্রবেশে সক্ষম করার জন্য এবং কৃষিপণ্যের ব্যবসা করার একটি পূর্বাভাস! আইনটি প্রত্যাহার করা হলেও, তারা চুপ করে বসে থাকছে না। তারা বিদ্যমান আইনের ফাঁক ফোকর ব্যবহার করে কৃষিজমিগুলির একটা বড় অংশ কিনে নিচ্ছে। বলা হচ্ছে যে বিড়লারা সারা দেশে ইতিমধ্যেই বড় বড় গোডাউন নির্মাণ করেছে। কী ঘটবে? তারা পাইকারী শস্য বাজারগুলি দখল করে নেবে এবং কৃত্রিম অভাব তৈরী করবে। এখন যে চাল প্রতি কেজি ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, তার দাম ৫০০ টাকা হতে পারে। সুতরাং, মুদ্রাঙ্কিত লোকটি তার কাজে অত্যধিক ব্যস্ত!

চতুর্থ সিলমোহর!

একটি পাণ্ডুর বর্ণের ঘোড়া বেরিয়ে এলো এবং এর উপর যে বসে ছিল তাকে মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়েছিল এবং পাতাল তাকে অনুসরণ করছিল। তাকে তরোয়াল, ক্ষুধা, মৃত্যু এবং বন্য প্রাণীদের দ্বারা (পশুদের মাধ্যমে প্রসারিত অতিমারী) পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোকদের হত্যা করার ক্ষমতা দত্ত হয়েছিল। জাতিগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলিত করবে এবং পৃথিবী ইতিমধ্যেই ১৯১৮ এবং ১৯৪৫ সালে দুটি মহাযুদ্ধের সাক্ষী হয়েছিল যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় আরও অসংখ্য লোক মারা গিয়েছে!এখন রাশিয়া এবং ইউক্রেনে যুদ্ধ হচ্ছে! HIV, HIV1, ইনফ্লুয়েঞ্জা (১৯১৮), H N (১৯৫৭), জিকা (২০১৮), ১৯৬৮ এবং ২০২০ সালের ফ্লু এবং NIPHA (২০২১), এবং বর্তমানের কোভিড-১৯ এর মতো ভাইরাসগুলির প্রকোপে কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। পশুরা এই ধরণের ভাইরাসগুলির বাহক। তারা মানব জীবনে অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছে, এরা একবার আঘাত করলে, এদের মারা যায় না! এমনকী আজকের দিনেও তারা শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পঞ্চম সিলমোহর!

ঈশ্বরের বাক্যের জন্য এবং তাদের কাছে যে সাক্ষ্য আছে তার জন্য তাদের নিহত হতে হয়েছিল। যোহন তাদের বেদির নীচে দেখেছিলেন। বেদির নীচে থাকা সাক্ষ্যমর হচ্ছেন সেই সমস্ত লোকেরা যারা মহাতাড়নার প্রথম সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এবং তাদের অবিচল সাক্ষ্যের জন্য নিহত হয়েছিলেন। সুতরাং, হতে পারে মৃতেরা কবর থেকে ওঠার পর এই সিলমোহরটি খোলা হয়েছিল।

ষষ্ঠ সিলমোহর!

যে সিলমোহরগুলি খোলা হয়েছিল, তার মধ্যে ষষ্ঠ সিলমোহরের পরিণতিগুলি সব থেকে দুঃসহ এবং বিধ্বস্থকারী ছিল। মথি ২৪ অধ্যায়ে যা কিছু ঘটার তালিকা আছে তা প্রকাশিত বাক্য ৬:১২-১৭ পদে প্রদত্ত হয়েছে। সেগুলি এই রকম:

১। মহাভূমিকম্প হয়েছিল;এবং সূর্য ছাগলোমে বোনা কম্বলের মতো কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের মতো লালবর্ণে রূপান্তরিত হয়েছিল ।

২। আকাশের তারাগুলি পৃথিবীতে পতিত হল, ঠিক যেভাবে প্রবল বাতাসে আন্দোলিত ডুমুর গাছ থেকে অপক্ক ডুমুর ঝরে পড়ে।

৩। আকাশ দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, ঠিক যেভাবে পুঁথিকে গুটিয়ে ফেলা হয়। প্রত্যেক পর্বত ও দ্বীপও তাদের স্বস্থান থেকে উৎপাটিত হয়েছিল।

৪। তখন পৃথিবীর সব রাজা, রাজপুত্র রাজকন্যারা, সৈন্যাধ্যক্ষেরা, ধনী ও পরাক্রমীরা, ক্রীতদাসেরা ও সব মুক্ত মানুষ বিভিন্ন গুহায় ও পর্বতশৈলে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল।

৫। তারা পর্বতসকল ও মহাশিলাকে ডেকে বলতে লাগল, "আমাদের উপর পতিত হও এবং যিনি সিংহাসনে সমাসীন, তাঁর সামনে থেকে ও মেষশাবকের কোপ থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখো।"
৬। "কারণ তাঁদের ক্রোধ প্রকাশের মহাদিন এসে পড়েছে, আর কে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে?"

প্রিয় বন্ধুগণ,যে সমস্ত ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি ঘটবে অথবা এখন ঘটছে অথবা ঘটে গিয়েছে তা ৫০ বছর

(ক্রমশঃ, ৬ পাতায়)

নহিমিয় বাইবেল কলেজ
সান্ধ্যকালীন / আবাসিক কলেজ

চীপক এবং সন্তোষপুরম

মাধ্যম: তামিল / মাধ্যম: হিন্দী

Registered Candidate for Membership
Asia Theological Association (ATA)

৫৩ বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক খ্রীষ্টিয় নেতৃবর্গ এবং বরিষ্ঠ পালকদের দ্বারা স্বীকৃত

ঈশ্তত্ত্বে সার্টিফিকেট : এক বছর
ঈশ্তত্ত্বে ডিপ্লোমা : দুই বছর

শিক্ষগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণী এবং তদুর্ধ
ভর্ত্তির জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন!

Contact : The Chairman, Nehemiah Bible College.
10, MOHAMMED ABDULLAH 2ND STREET, CHEPAUK, CHENNAI - 600 005, INDIA.
Phone : (+91-44) 2852 8282, Cell : (+91) 98410 71852 / 95661 31858
E.mail : sam@echoofhiscall.org / Website : www.echoofhiscall.org
★ ONLINE CLASSES ARE AVAILABLE ★

মহান আদেশ অংশীদারগণ

ভারবহন করা (গালা ৬:২), সাহায্য করা (রোমীয় ১২:১৩), এবং উদ্দীপিত হওয়ার জন্য (২ তীমথিয় ১:৬)

প্রার্থনার অনুরোধসমূহ (১৯শে মে থেকে ১৮ই জুন, ২০২২)

(অনুগ্রহ করে এই পৃষ্ঠাটা বের করে নিয়ে আপনার বাইবেলের মধ্যে রাখুন এবং প্রতিদিন প্রার্থনা করুন)

প্রশংসার বিষয়সমূহ

মে ১৯ : প্রভুর প্রশংসা হোক যে ভারতবর্ষে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে।

দিন ২০: ঈশ্বর আমাদের ১৬টি ভাষায় প্রকাশিত সুসমাচার সাহিত্যকে আশীর্ব্বাদ করেছেন যা আমাদের প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং মিশনক্ষেত্রগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দিন ২১: কোভিড ১৯ চলাকালীন ঈশ্বর আমাদের তাঁর আহ্বানের প্রতিধ্বনি পরিচর্যার সমস্ত কার্যকলাপকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

দিন ২২: তাঁর আহ্বানের প্রতিধ্বনি পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকদের এবং তাদের পরিবারগুলির মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

দিন ২৩: আমাদের প্রার্থনার অংশীদার, বিশ্বাসের অংশীদার, আজীবন অংশীদার এবং মহান আদেশ অংশীদার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

দিন ২৪: আমাদের মণ্ডলীতে নতুন বিশ্বাসীদের অভিষেককে আশীর্বাদ করার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

দিন ২৫: গতমাসে ঈশ্বর আমাদের আহ্বানের প্রতিধ্বনি পরিচর্যাগুলিকে আশীর্বাদ করেছেন।

দিন ২৬: আমাদের পরিচর্যামূলক যাত্রাগুলিকে আশীর্বাদ করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

দিন ২৭: আমাদের **হিন্দি ঈশ্তাত্ত্বিক পাঠক্রমের অনলাইন** ক্লাসগুলিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেছিলেন।

দিন ২৮: আমাদের দেশকে সুরক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

দিন ২৯: আমাদের ঈশ্বতাত্ত্বিক সেমিনারগুলিকে নিয়মিত পরিচালনা করতে সক্ষম করার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

দিন ৩০: গতমাসে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

দিন ৩১: ১৯৬৯ সাল থেকে পত্রিকা পরিচর্যার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার উপর তাঁর আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

জুন ০১: আমাদের ডাকযোগে বাইবেল পাঠক্রম এবং ঈশতাত্ত্বিক পাঠক্রমের বৃদ্ধির জন্য প্রভুর প্রশংসা হোক।

দিন ০২: আমাদের কর্মীদের পরিবারগুলির উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষনের জন্য প্রভুর প্রশংসা হোক।

দিন ০৩: সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের সিনিয়ার পাস্টর এস.স্যাম সেলভারাজকে এবং তাঁর পরিবারকে সমস্ত মন্দ শক্তির হাত থেকে সুরক্ষা করছেন।

প্রার্থনার অনুরোধসমূহ

দিন ৪: আমাদের সুসমাচার ছাপাখানাকে আশীর্বাদ করার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন।

দিন ৫: আমাদের **আবাসিক নহিমিয় বাইবেল কলেজে** শিক্ষার্থী জোগাড়ের জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ৬: ঈশ্বরের উদ্দেশে সমস্ত দেশগুলির মধ্যে সংহতির জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন।

দিন ৭: আমাদের ইংরাজী সহযোগী সম্পাদক এম.পলরাজের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তিনি সামগ্রিকভাবে সুস্থ হন এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন।

দিন ৮: পৃথিবী থেকে দ্রুত করোনা ভাইরাসের উচ্ছেদের জন্য প্রার্থনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

দিন ৯: সমস্ত দিক থেকে এবং সমস্ত উৎকর্ষতার মধ্যে আমাদের পরিচর্যাগুলি সম্প্রসারণের জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ১০: সমস্ত দিক থেকে এবং সমস্ত পরিকল্পনাগুলির মধ্যে আমাদের দেশের ঐক্য এবং প্রগতির জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ১১: আমাদের সংস্থার, কর্মীদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ১২: সমস্ত ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রার্থনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

দিন ১৩: সমস্ত খ্রীষ্টিয় সংস্থাগুলির উপর আশীর্বাদ এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ১৪: সুসমাচার অপ্রসারিত স্থানগুলিতে সুসমাচার সম্প্রসারিত করতে আমাদের সক্ষম করার জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ১৫: সারা পৃথিবীর লোকদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন১৬: আমাদের অংশীদারদের জন্য এবং রাজ্য সমন্বয় সাধনকারীদের এবং তাদের পরিবারগুলির জন্য প্রার্থনা করুন।

দিন ১৭: পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য গড়ে তোলার জন্য আরও অধিক দর্শনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

দিন ১৮: ঈশ্বর আমাদের সিনিয়ার পাস্টর এস.স্যাম সেলভা রাজ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমস্ত রকমের মন্দ শক্তির হাত থেকে অবিরত সুরক্ষিত করুন।

(ক্রমশঃ, ৪র্থ পাতার পর)

আগে দেখতে পাওয়া যায়নি এবং এর পরেই সমস্ত বিষয়গুলি ঘটতে শুরু করেছিল। তালিকাভুক্ত বিধ্বংসী বিষয়গুলি ঘটতে শুরু করেছে এবং এটি আসন্ন দিনগুলিতে আরও জোরালো হবে, অবশ্যই এটি অতিদ্রুত অথবা ৫০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যেই ঘটতে পারে। কারণ সদাপ্রভুর কাছে ১০০০ বছর একদিনের সমান এবং ১ দিন ১০০০ বছরের সমান; যেহেতু তিনি অনন্ত অতীত থেকে আছেন, অর্থাৎ সৃষ্টির আগে এবং পরে।

সপ্তম সিলমোহর!

আর তিনি যখন সপ্তম সিলমোহরটি খুলেছিলেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত নিস্তব্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ৮:১)। এটা বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিৎ যখন সমগ্র পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তি এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে ছিল, তখন অর্ধঘণ্টার অর্থ হচ্ছে, সপ্ত তূরীধ্বনির প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের মহাক্রোধের সপ্ত বাটি ঢেলে দেওয়ার দ্বারা এতো বৃহত্তর ধ্বংসলীলা ঘটতে চলেছিল যা জগৎ এর আগে কখনও দেখেনি। বাইবেলের পণ্ডিতদের মতে মহাতাড়নার প্রথম সাড়ে তিন বছর চলাকালীন (১২৪০) এই তূরীধ্বনির ঘটনাগুলি ঘটেছিল এবং সাত বছরের দ্বিতীয় অর্দ্ধে ঈশ্বরের মহাক্রোধের বাটিগুলি পৃথিবীর উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। আর সাত বছরের মহাতাড়না শুরু হওয়ার আগে পবিত্র ব্যক্তিদের তুলে নেওয়া হয়েছিল। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মণ্ডলীকে মহাতাড়নার আগে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

এখন আমাদের নাকের ডগায় যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে সেই বিষয়ে আমাদের বর্ণনা করতে হবে এবং যে বিষয়গুলি ৫০ বছর আগে বা তারও আগে দেখা যায়নি। আর আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে প্রথম চারটি সিলমোহর খোলার পরিণতিগুলি সেখানেই থেমে থাকেনি, কিন্তু সেগুলো পৃথিবীতে এখনও আছে, যা ঘটে চলেছে।

ভূমিকম্প, সূর্যের কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্রের লাল হয়ে যাওয়া!

প্রথম শতাব্দী অথবা তারও আগে থেকেই ভূমিকম্পগুলি ঘটে চলেছে। কিন্তু বর্তমান দিনগুলির তুলনায় তাদের প্রচণ্ডতা এবং পুনরাবৃত্তির হার গুরুত্বহীন। প্রায় দশ বছর আগে ভারতের গুজরাট রাজ্যে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটেছিল, যার ফলে শত শত মানুষ মারা গিয়েছিল এবং শতশত ঘরবাড়ী ভূপতিত হয়েছিল অথবা মাটির ভেতর চলেগিয়েছিল। আর সম্প্রতি, ভূকুশিমা এক শক্তিশালী ভূমিকম্পের সাক্ষী হয়েছিল যার ফলে তাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল। ২০০৪ সালে, ইন্দোনেশিয়ায় এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আঘাত করেছিল যার ফলে জীবনের এবং সম্পত্তির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল এবং ভূমিকম্পের পর ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড এবং অন্যান্য অসংখ্য উপকূলবর্তী দেশগুলিতে সুনামী এসেছিল যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মারাগিয়েছিল। ভারতের পূর্ব উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি সব থেকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যার ফলে প্রায় দেড় লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল!

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকারের ভূমিকম্প ঘটে থাকে এবং এর পুনরাবৃত্তি এবং তীব্রতা সময় বিশেষে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলি ভূমিকম্প এবং সুনামীর বিরুদ্ধে মানুষের দুর্বলতার বিষয়টির ভবিষ্যবাণী করে।

বিগত ৫০ বছর যাবৎ অথবা তার থেকে বেশী, ব্রিটেনের মহান বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হকিন্স সূর্যপৃষ্ঠে ব্লাক হোলের বিষয় আলোচনা করছিলেন। এই মন্তব্যটি বৈজ্ঞানিকদের এই বিষয়ে নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছিল এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিকরা এটি অনুমোদন করতে শুরু করেছিল এবং নাসাও এই বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছিল। সূর্যপৃষ্ঠে হাইড্রোজেন দগ্ধ হওয়ার কারণে প্রকাণ্ড উপত্যকার মতো বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাগুলি সূর্যের তাপ বৃদ্ধি করে এবং আলোক রশ্মি বিকিরণ করে। এই দৃষ্টিগোচর বিষয়টিকে সৌর সুনামী নামে অভিহিত করা হয় এবং উত্তপ্ত ঢেউগুলির বিকিরণ ব্লাকহোল থেকে উৎসারিত হয় এবং সূর্য থেকে বিকীর্ণ হয়। এগুলি তড়িৎ শক্তিযুক্ত কণা যা সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলিকে প্রভাবিত করে। আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে তৃতীয় গ্রহ এবং আমরা বিপজ্জনক অবস্থানের মধ্যে আছি।

খুব দেরীতে হলেও সম্প্রতি ২৯-০১-২০২২ তারিখে এটি আঘাত করেছিল এবং দক্ষিণমেরু এলাকায় এবং গ্রীণল্যাণ্ড দ্বীপের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছিল। সাধারণতঃ, দ্বীপটি সবসময় বরফে আবৃত থাকে এবং সেখানে বৃষ্টি হতো না। কিন্তু সৌর সুনামীর আঘাতে এবং উষ্ণতার তারতম্যের জন্য, দ্বীপটি সবুজে পরিণত

নহিমিয় বাইবেল কলেজসমূহ

তাঁর আহ্বানের প্রতিধ্বনির

আবাসিক-হিন্দি এবং সান্ধ্যকালীন-তামিল

এশিয়া থিওলজিকাল এ্যাসোসিয়েশন (ATA)

সভ্যপদের জন্য নথিভুক্ত পদপ্রার্থী

২৩তম গ্রাজুয়েশন সার্ভিস

বালার কালভি নিলয়ম হল্

৩রা জুন,২০২২
শুক্রবার, বিকাল ৫টা

এম. আর .সি. সেণ্টার, অনিতা ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল
কম্পাউণ্ড ,৫/৬ রিথার্ডন রোড,
ভেপেরি, চেন্নাই - ৬০০০০৭

প্রার্থনা করুন এবং অংশগ্রহণ করুন

- ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তি শুরু হয়ে গেছে!
- অনুগ্রহ করে যোগ্য শিক্ষার্থীদের সুপারিশ করুন!!
- আবাসিক হিন্দি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে!!!

* Classes for the academic year 2022-23 will commence on 06.06.2022!!!!

পাস্টর এস. স্যাম সেলভারাজ, প্রেসিডেন্ট

হয়েছে এবং এলাকাটিতে বৃহৎ আকারে বরফ গলতে থাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, যা নিম্ন উপকূলবর্তী দেশগুলিকে প্লাবিত করেছিল। উপকূলবর্তী দেশগুলিকে তাদের লোকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার বিষয় সতর্ক করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যেই তাদের প্রধান কার্যালয়, জাকার্তা থেকে আরও ভেতরের দিকে স্থানান্তরিত করতে শুরু করে দিয়েছে এবং প্রায় ২০ লক্ষ লোক স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

এখন সূর্যের প্রায় শতকরা ১২ ভাগ জায়গা জুড়ে ব্লাকহোল আছে এবং এটি শতভাগ জায়গা অধিকার করবে! যখন এটা ঘটবে, তখন বাইবেলে যা বলা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ হবে।

পৃথিবী সহজেই সৌর সুনামী দ্বারা আক্রান্ত হবে। যখন এই পৃথিবী গঠিত হয়েছিল, তখন ঈশ্বর সূর্যের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে পৃথিবীকে সুরক্ষিত করার জন্য তিনটি সুরক্ষাকারী স্তর গঠন করেছিলেন। পৃথিবীর উপরিস্থ জলের আবরণের প্রথম স্তরটি নোহের সময় মহাবন্যার দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সুরক্ষাকারী ওজন স্তরটি ভারী শিল্পায়ন, গাড়ী এবং অন্যান্য যানবাহনের থেকে বিকীর্ণ কার্বনডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসের বিকীরণের দ্বারা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের জীবনের সময় সীমার মধ্যেই ওজন স্তরটি শেষ হয়ে যাবে! এখন, তৃতীয় সুরক্ষাকারী স্তরটি, চৌম্বক ক্ষেত্রটি একা সূর্যের ক্ষতিকারক বিকরণের থেকে আমাদের সুরক্ষা করার জন্য টিকে আছে। এই স্তরটিও বিষাক্ত গ্যাসগুলির অবিরত বিকিরণ গ্রহণ করছে।

জাতিসঙ্ঘ ইতিমধ্যেই বিশেষ করে পৃথিবীর শিল্পায়নশীল দেশগুলিকে শূন্য বিকিরণের জন্য সতর্ক করেছে। এই শূন্য বিকিরণের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেকটি দেশ সময়সীমা নির্ধারণ করেছে এবং ভারতবর্ষ এখন থেকে ৩০ বছরের মধ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করেছে!

সূর্য পৃষ্ঠের উপর সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়, উত্তরমেরু এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে, বরফ অতিদ্রুত গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও এটি আবহাওয়ার মধ্যে উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সম্প্রতি ইউরোপের দেশগুলিতে এবং চীনে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

আসন্ন দিনগুলিতে যেহেতু সূর্যের ব্লাকহোল এলাকাটিকে বৃদ্ধি করার বিষয়টি নির্ধারিত আছে এবং সৌর সুনামী বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেহেতু পৃথিবীর দেশগুলি ভীতি এবং বিভ্রান্তির মুঠোর মধ্যে আছে। তারা তাদের প্রিয় জিনিসপত্রগুলিকে সুরক্ষা করার বিশেষ বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করে। প্রকাণ্ড পাহাড় এবং পর্বতগুলির নীচে ১০০টির উপর বাঙ্কার তৈরী করার প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম সারিতে আছে। প্রত্যেকটি বাঙ্কার ১৪০০ ফুট থেকে ২০০০ ফুট গভীরে গঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সাইজ ভিন্ন হতে পারে। যাইহোক, প্রত্যেকটি বাঙ্কার একটি ছোট শহরের আয়তনের মতো যার মধ্যে বাস করার জন্য সম্ভাব্য সুমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা আছে! প্রত্যেকটি বাঙ্কারে ৪ থেকে ৬ মাস থাকার মতো সুবিধার বন্দোবস্ত আছে এবং একেক জনের থাকার খরচ/ভাড়া ২ লক্ষ ডলার! প্রাইভেট প্লেয়াররাও মাঠে নেমেছে।

আর ইউরোপীয় অধিকাংশ দেশগুলি তাদের লোকদের বিপদের সময় আশ্রয় দেবার জন্য বাঙ্কারগুলি গঠন করা শুরু করেছে। এর মধ্যে নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ইত্যাদি দেশগুলি সম্মুখসারিতে আছে। এক মিলিয়ন ডলার প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া এখনও বাকী আছে। যখন আরও বৃহত্তর ভূমিকম্প অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হবে, তখন এই বাঙ্কারগুলি মানুষকে কতটা সুরক্ষা দিতে পারবে। যখন পৃথিবী ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড অথবা যুদ্ধাদির ফলে ব্যাপক গণহত্যার মধ্যে দিয়ে যাবে তখন ৪ অথবা ৬ মাসের সুরক্ষা কি যথেষ্ট হবে? মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পরাজিত করতে পারে না!

পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের একটি রিপোর্ট ২০২২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে সমস্ত দেশগুলিকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল যে পরবর্তী দুই দশকে তাপমাত্রা ১.৫ % অথবা তার থেকেও অধিক বৃদ্ধি পাবে। ভারতের অধিকাংশ শহরগুলির তাপমাত্রা ৩৫-৩৬° সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করেছে। সুতরাং, পৃথিবী মানুষের বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাবে!

আরেকটি বৃহত্তর বিপদ যা পৃথিবীর পক্ষে আতঙ্কের কারণ তা হচ্ছে পৃথিবীর গভীরে নিউক্লিয়ার বোমাসহ মজুত বিস্ফোরক উপাদানগুলি, যা এই পৃথিবীকে অসংখ্যবার ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট! যখন একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অথবা অগ্নেয়গিরি আঘাত করে তখন এই নিউক্লিয়ার অস্ত্রগুলি এবং বিস্ফোরকগুলি কি হবে। বিকাশশীল দেশগুলির প্রায় প্রত্যেকটি ঘর এখন(LPG) গ্যাসের পাইপলাইন দ্বারা সংযুক্ত এবং এখন ভারতেও পাইপলাইনের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছে। যখন আকস্মিক কোনও বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা আঘাত করবে, তখন এই (LPG) গ্যাসের এবং এর সঞ্চিত ট্যাঙ্কগুলির অবস্থা কী হবে? সুতরাং, নিঃসন্দেহে পৃথিবী এখন আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে!

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখন লাল বর্ণের চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ভারতে খুবই সাম্প্রতিককালে এটি দেখাগেছে এবং লোকেরা খালি চোখে এটি দেখতে সক্ষম হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর আবির্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে!

আকাশমণ্ডল থেকে গ্রহাণুগুলির এবং উল্কাপিণ্ডগুলির পতনের দৃশ্য একটি সাধারণ দৃশ্য। অতি সম্প্রতি ছয়টন ওজনের একটি গ্রহাণু সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এখন এর পতনে হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাইবেলে যেমন লেখা আছে ঝড়ে যেভাবে ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর পতিত হয় সেইভাবে আকাশ থেকে নক্ষত্রগুলি পতিত হতে শুরু করবে।

তাপ বৃদ্ধির কারণে, বাইবেলে যেমন লিখিত আছে পুঁথিকে যেভাবে গুটিয়ে ফেলা হয় ঠিক সেই ভাবে আকাশ গুটিয়ে যাবে। আর পর্বত ও দ্বীপও ভূমিকম্প এবং অগ্নেয়গিরিগুলির অগ্নুৎপাতের আঘাতে ভয়ঙ্কর ভাবে স্বস্থান থেকে উৎপাটিত হবে।

বিধ্বংসী আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলে লোকদের তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং তাদেরকে পাহাড়-পর্বতের নীচে লুকানোর জন্য ঘুরে বেড়াতে হবে এবং কয়েক জন এমনকী তাদের উপর পাহাড়-পর্বতকে পতিত হতে বলবে! ঐ দিনগুলিতে,মৃত্যু কৌশলে তাদেরকে এড়িয়ে যাবে।

প্রকাশিত বাক্যে ১৩:১৬-১৮ পদে যেমন বলা হয়েছে,পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি, মহান অথবা সামান্য, সকলকে তার ডানহাতে অথবা কপালে ছাপ বহন করতে হবে। কারণ খ্রীষ্টারির এজেণ্ট এখন প্রত্যেক ব্যক্তির নথিগুলির ডিজিটাল রূপদান করার জন্য খুব ব্যস্ত। প্রায় সমস্ত দেশগুলি ইতিমধ্যেই আধার কার্ডের মতো একটি কার্ডের প্রচলন করেছে। মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট নম্বর ১৬ ডিজিটের নম্বরে নির্ধারণ করে প্রদত্ত হয়েছে যার সঙ্গে দুই সংখ্যার কম্পিউটার কোড যুক্ত করে সংখ্যাটি ১৮ করা হয়েছে। যদি ১৮ ডিজিট নম্বরটি গণনা করা হয়, তাহলে এটি ৬৬৬ অতুলনীয় নম্বরটি দেবে, যা পশুর সংখ্যা বুঝায়। এই সমস্ত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি একটি বায়োচিপের মধ্যে জোগান দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে দক্ষিণ হস্তের উপর অথবা কপালের উপর ছাপ দেওয়ার জন্য চিপটি প্রস্তুত আছে! খ্রীষ্টারীর এজেণ্টরা চিপটি অঙ্গীভূত করানোর জন্য একটি সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে!

(ক্রমশঃ, ৯পাতায়)

পাতাল থেকে রাজপ্রাসাদ
PIT TO PALACE

(পাস্টর এস. স্যাম সেলভা রাজের জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ)

"... যে জন পাঠ করে সে বুঝুক (মথি ২৪:১৫)

THE LORD WHO FORMS!

S. Sam Selva Raj
(Age : 18)

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ইরানিয়েল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণীর অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছিলাম, যা আমার গ্রামের কাছেই অবস্থিত ছিল। তারপর আমি লক্ষীপুরম কলেজ অফ আর্টস এবং সায়েন্স থেকে প্রি ইউনিভার্সিটি পাঠক্রমে আমার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছিলাম, এটিও আমার গ্রামের নিকটবর্তী ছিল।

রেভাঃ ডঃ এ. সেলভারাজ

রেভারেণ্ড ডঃ.এ. সেলভারাজ, যিনি এখন এয়ারকাডে প্রভুর সেবা করছেন, তিনি যমুনামার্থুরে দীর্ঘদিন যাবৎ আদিবাসীদের মধ্যে একজন মিশনারী হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি উচ্চবিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি আমার আত্মিক অনুকরণীয় আদর্শ।

তিনি শুধু আমার বন্ধু ছিলেন না; তিনি আমার পরিচর্যা কাজে আমাকে উৎসাহিতও করেছিলেন। তিনি আমার প্রার্থনার জীবনে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং আত্মিকভাবে আমাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের জগতের বিরোধী শক্তির থেকে, মাংসিক বিষয়গুলির থেকে এবং দিয়াবলের থেকে দূরে রেখেছিলেন। প্রভু আমাদের চলচ্চিত্র, জাগতিক আমোদপ্রমোদ, নেশা এবং মাদকের দাসত্ব থেকেও দূরে থাকতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের পবিত্র জীবনে বৃদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করেছিলেন।

সেই সময়, আমার পরিবার আর্থিকভাবে অনগ্রসর ছিল। সুতরাং, আমি যখন কলেজে ছিলাম তখন প্রতিদিন আমার মাসি শ্রীমতি রোজলেট দেবাকদক্ষম আমাকে মধ্যাহ্নভোজ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি উদয়রভিলাইয়ে বাস করতেন। তাঁর সন্তান, ব্রাদার প্রিন্স, সিসটার জেসমিন ফ্লোরাল, ব্রাদার ওয়াইস এবং আমার ছোট বোন দাউটি আমাকে এমনভাবে যত্ন করতো যে মনে হতো তারা শিশু যীশুর তত্ত্বাবধান করছে। তাদের জীবনধারা ছিল ঈশ্বরের প্রতি ভয় এবং আমি এটা তাদের কাছ থেকে শিখেছিলাম।

এই সময় আমার মনের গভীরে একটি মহান সঙ্কল্প তৈরী হয়েছিল। একজন নিষ্কলঙ্ক এবং উচ্চ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করা আমার দৃঢ় বাসনা ছিল। যিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি এর জন্য সমস্ত কিছু জুগিয়ে দেন সেই সদাপ্রভুর উদ্দেশে আমি সর্বদা কিছু ভালো কাজ করতে চাইতাম। ফিলিপীয় ২:১৩ পদ অনুসারে, "কারণ ঈশ্বর তাঁর শুভ-সংকল্পের জন্য তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা উৎপন্ন করার জন্য সক্রিয় আছেন", আমি সততার সঙ্গে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলাম এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের জন্য মহান কিছু অর্জন করার লক্ষ্য তৈরী করেছিলাম। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, আমি আমার জাগতিক বন্ধুদের এবং আত্মীয়দের এমনকী আমার বিষয় সম্পত্তিগুলিও হারিয়েছিলাম। আমি তাদের অনেককে হারিয়েছিলাম।

সুতরাং, আমার কিশোর বয়েস থেকেই, আমি ঈশ্বর এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি ছাড়া আর অন্য কোনও কিছুতে আগ্রহী ছিলাম না। আমার কয়েক জন শিক্ষক মনে করতেন যে আমি মাথামোটা ছাত্র, সুতরাং তারা আমার সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু "...কারণ আমি মনস্থির করেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়, আমি যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁকে ক্রুশে হত বলে জানা ছাড়া আর কিছুই জানতে চাইব না" (১ করিন্থীয় ২:২)। সদাপ্রভু কেবল তাঁর বিষয়ে চিন্তা করার জন্য এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য আমার মস্তিষ্ক এবং হৃদয়কে তৈরী করেছিলেন। আমার পরিস্থিতিকে আমার দুর্বলতা মনে করার পরিবর্তে আমার সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করতে পবিত্র আত্মা আমাকে সক্ষম করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, আমি স্কুলে থাকাকালীন অথবা গাড়ীতে যাত্রার সময় আমার চোখ অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও চলচ্চিত্র দেখতো, আমার কানে যদি কোনও জাগতিক গল্প প্রবেশ করতো, তাহলে সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমার মস্তিষ্কে অথবা অন্তরে প্রবেশ করতো না। জগতের এই ধরণের বিষয়গুলির প্রতি আমার মধ্যে এক ধরণের প্রত্যাখ্যান কাজ করার বিষয় আমি উপলব্ধি করতে পারতাম। আমি যা কিছু দেখতাম অথবা শুনতাম তা আমার অন্তর থেকে মুছে যেতো। আমি তা স্মরণ করতে পারতাম না এবং আমি যা কিছু দেখেছিলাম অথবা শুনেছিলাম তা আমার মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করতে পারতাম না। "...আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ব্যর্থ করব" (১ করিন্থীয় ১:১৯)।

জাগতিক লোকেরা আমাকে অজ্ঞ বলে বিবেচনা করেছিল। কিন্তু আমি এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইনি। আমি ভালোভাবে জানতাম যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার মধ্যে বাস করছিলেন, এবং তিনি আমাকে উচ্চতর স্তরে এবং উচ্চতর স্থানে পরিচালিত করছিলেন। জাগতিক লোকেরা বলে, "চুরি শিখুন এবং এটা ভুলে যান", এই কথাটি আমার প্রতি প্রযোজ্য ছিল না। যদিও আমি এই পৃথিবীতে বসবাস করছিলাম, ঈশ্বর আমাকে পৃথক জীবন যাপন করার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

"কিন্তু যেমন লিখিত আছে: কোনো চোখ যা দেখেনি, কোনো কান যা শোনেনি, কোনো মানুষের মনে যা উদয় হয়নি, যারা তাঁকে ভালোবাসে, ঈশ্বর তাদের জন্য তাই প্রস্তুত করেছেন।"

কিন্তু ঈশ্বর, তাঁর আত্মার দ্বারা, তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আত্মা সকল বিষয়ের, এমনকি, ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়গুলিও অনুসন্ধান করেন।

কারণ মানুষের অন্তরস্থ আত্মা ছাড়া মানুষদের মধ্যে কে কোনো মানুষের চিন্তাগুলি জানতে পারে? একইভাবে, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাগুলি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না।

আমরা জগতের আত্মাকে লাভ করিনি, কিন্তু লাভ করেছি সেই আত্মাকে, যিনি ঈশ্বর থেকে নির্গত হয়েছেন, যেন আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর বিনামূল্যে আমাদের কী দান করেছেন। (১ করিন্থীয় ২: ৯-১২)

মি.সি. সেলভাম

প্রদত্ত পরিস্থিতির অধীনে, নেউরে, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শ্রীমান সি.সেলভাম মহাশয় বুঝেছিলেন যে আমার মধ্যে ঈশ্বরের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং সেই কারণে তিনি মহান কিছু করার জন্য আমাকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি আমার বাবার

মি.গিলবার্ট রায়

বন্ধু ছিলেন। তিনি আমার আর্থিক অবস্থা জানতেন এবং সেই কারণে তিনি আমাকে অফিসের প্রশাসন, টাইপরাইটিং এবং ইংরাজী ও তামিল ভাষায় সর্ট-হ্যাণ্ড লেখা শিখতে এবং দক্ষ হতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমার কাছ থেকে বেতন হিসাবে কোনও টাকা নেননি। তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে বলতেন, "তুমি একদিন ঈশ্বরের একজন শক্তিশালী দাস এবং উত্তম প্রশাসক হবে!" অধিকন্তু,তিনি তাঁর সহযোগী, গিলবার্ট রায় মহাশয়কে আমাকে ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করতে বলেছিলেন। গিলবার্ট রায় মহাশয় এখন চেন্নাইয়ের কন্যাকুমারী খ্রীষ্টান ফোরামের সভাপতি। তিনি এম্মিয়াম্মা সন্ন্যাসিনী আম্মালের হাতে আমার ভার দিয়েছিলেন যিনি অত্যন্ত নিবেদিত এবং ঈশ্বরের প্রাচীনা ভদ্রমহিলা ছিলেন।

"একই মাটির তাল থেকে অভিজাত উদ্দেশে ব্যবহারের জন্য কিছু পাত্র এবং সাধারণ ব্যবহারের জন্য কিছু পাত্র নির্মাণ করার অধিকার কি কুমোরের নেই?" (রোমীয় ৯:২১)। এই পদটি অনুসারে ঈশ্বর আমাকে গড়ে তোলা শুরু করেছিলেন। ***

....Contd. from page 7

এখন সাত বছরের মহাতাড়নার সময় শুরু হওয়ার জন্য সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়েছে। ষষ্ঠ সিলমোহরটি খোলার বিষয়টিও ঘটেছে এবং এর প্রভাব অনুভূত হয়েছে! ব্যাপক ধ্বংসের বিষয়টি ঈশ্বরের একজন দাসের দ্বারা একটি গানের মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছিল:

১। লক্ষ লক্ষ স্বর্গীয় ঈশ্বরের বাহিনী
আবির্ভূত হল
অগণিত লোকেরা গুহার উদ্দেশে ছুটল
নক্ষত্রেরা স্থান পরিবর্তন করল
এবং পৃথিবীর উপর সর্বত্র পতিত হল।
কিন্তু আমি আমার প্রিয়ের সঙ্গে যোগ দিলাম
নৃত্যে এবং সঙ্গীতে।
হাল্লেলুইয়া! হাল্লেলুইয়া!! (৮ বার)।

২। পাঁচটি মহাদেশের সমস্ত এলাকাগুলি
শেষ হয়ে যাবে!
অন্ধকারে ঢেকে যাবে সব! বজ্রপাত হবে!
ক্রন্দন হবে এবং অশ্রু পতিত হবে!
কিন্তু পবিত্রগণের কাছ থেকে
শোনা যাবে সাক্ষ্যের গান।

৩। সমুদ্র গর্জন করে, সীমা হবে লঙ্ঘিত
ডুবে যাবে জাহাজ, প্রচণ্ড ধ্বংস!
গাড়ীঘোড়া সব থেমে হবে নিশ্চল
পৃথিবীটা আর থাকবে না টিকে!
ঈশ্বরের কি অব্যর্থ বাক্য বলে ছিল যা
তা সম্পূর্ণ হবে।

- জে.এমিল জেবা সিং

প্রভুর দিন

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রায় ২০০০ বছর আগে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে নম্র এবং অবনতভাবে, গাধার পিঠে আরোহণ করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন (সখরিয় ৯:৯)। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ্য আগমনের সময় তিনি তাঁর পবিত্রগণের সঙ্গে জৈতুন পর্বতের উপর নেমে আসবেন (সখরিয় ১৪:৪)। ঐ দিনটি হবে ক্রোধের দিন, দুশ্চিন্তার দিন এবং নিদারুণ কষ্টের দিন!

সেদিন হবে ক্রোধের দিন-
ভীষণ দুর্দশা এবং কষ্টের দিন,
ধ্বংস এবং বিনাশের দিন,
দিন ঘন অন্ধকারের, কালো মেঘাচ্ছন্ন,
সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে
তাদের রূপো বা তাদের সোনা
কোনও কিছুই তাদের বাঁচাতে পারবে না।
(সফনিয় ১:১৫,১৮)

দেখো, তিনি মেঘবাহনে আসছেন, এবং প্রত্যেক চোখ তাঁকে দেখতে পাবে, এমনকি, যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছিল, তারাও দেখবে; আর পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাঁর জন্য বিলাপ করবে। হ্যাঁ, সেইরকমই হবে! আমেন।"
(প্রকাশিত বাক্য ১:৭)।

সাতবছর খ্রীষ্টারির দ্বারা অপশাসনের ঠিক পরেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জৈতুন পর্বতের উপরে নেমে আসবেন। যীশুর প্রথম আগমনের সময় তিনি জগতের ত্রাণকর্তারূপে এসেছিলেন, নম্র এবং অবনতভাবে, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ্য আগমনের সময়, তিনি রাজাদের রাজা এবং ধার্মিক বিচারক হিসাবে আসবেন। এখন তিনি শ্বেতবর্ণের অশ্বে আরোহণ করে আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র পবিত্রগণও প্রত্যেকে তাদের শ্বেতবর্ণের অশ্বে আরোহন করে আসবেন। (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-১৪)।

"সমস্ত সৃষ্টি সদাপ্রভুর সম্মুখে আনন্দ করুক, কারণ তিনি আসছেন,
এই জগতের বিচার করার জন্য তিনি আসছেন।
তিনি ধার্মিকতায় এই পৃথিবীর বিচার করবেন এবং তাঁর সত্য অনুযায়ী সব মানুষের বিচার করবেন।
(গীত ৯৬:১৩)

পবিত্রগণের পুনরুত্থানের সঙ্গে অনুগ্রহের কাল শেষ হয়ে যাবে এবং লোকেরা তাদের কার্য অনুসারে বিচারিত হবে! আর কারও প্রতি করুণা দেখানো হবে না। একজন লোক যদি পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আর পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না কারণ অনুগ্রহের সময় শেষ হয়ে যাবে। আর তারপরেও সে যদি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তাকে মহাযাতনার সময় সাক্ষ্যমর হতে হবে।

মেঘলোকে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরমানন্দের বিষয়টি এখন থেকে যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে। সুতরাং, আজকের দিনটিই পরিত্রাণের জন্য অনুকূল দিন।

পরিত্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরের মহত্তম উপহার (রোমীয় ৬:২৩)। আর পরিত্রাণ হচ্ছে ব্যক্তিগত। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্রাণ লাভ করা উচিৎ। মেষশাবকের রক্তের দ্বারা আজ এটি আপনার কাছে বিনামূল্যে সুপ্রাপ্য। জগৎ জীবন এবং মৃত্যু উপস্থাপন করে! মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং জীবনকে গ্রহণ করুন। এই কারণের জন্য আপনাকে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, মন পরিবর্তন করতে হবে এবং আপনার পাপ স্বীকার করতে হবে। তাঁর নিষ্কলঙ্ক রক্তের দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ মুছে দেওয়ার বিষয়ে তিনি বিশ্বস্ত। বাইবেলে বলা হয়েছে, তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে (১ যোহন ১:৭)। আপনি যদি তাই করেন, তাহলে বিচারের দিনে আপনি প্রভুর ক্রোধের হাত থেকে নিস্তার লাভ করতে পারবেন যেহেতু সমস্ত অধার্মিক, দুষ্ট এবং বিদ্রোহী লোকদের তাঁর সামনে আর্বিভূত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে। এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি! এখনই সক্রিয় হন!

খ্রীষ্টারীর আবির্ভাবের জন্য পৃথিবীতে সমস্ত কিছু বিন্যস্ত আছে। তার সাত বছরের রাজত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রাজা এবং ধার্মিক বিচারক হিসাবে আসবেন এবং খ্রীষ্টারীর সঙ্গে এবং তার লোকদের সঙ্গে লড়াই করবেন। খ্রীষ্টারীর পশ্চাতে চালিকা শক্তি হবে শয়তান। প্রভু তাঁর পবিত্রগণকে সঙ্গে নিয়ে হরমাগিদোনে খ্রীষ্টারী এবং তার লোকদের বিরুদ্ধে মিলিত হবেন। যিহূদা এবং ইস্রায়েলের লোকেরা যীশুকে সমর্থন করবে (সখরিয় ৯:১৩)। এটি একদিনের যুদ্ধ হতে পারে! যুদ্ধে খ্রীষ্টারি এবং ভাক্তভাববাদীরা পরাজিত এবং বন্দী হবে, এবং তাদের নরকের অগ্নিতে নিক্ষিপ করা হবে এবং পাতালে তাদের হাজার বছর বন্ধ করে রাখা হবে! (প্রকাশিত বাক্য ২০:১,২)।

সদাপ্রভু ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের আগমন আসন্ন! মেঘলোকে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন! ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

****

RNI NO. 70104/98, Postal Regn. No. TN/CH/(C)/205/21-23 WPP NO. TN/PMG(CCR)/WPP-264/21-23

আহ্বানের প্রতিধ্বনি ইউটিউব

অনুগ্রহ করে যখনই সময় পাবেন তখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি দেখুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ ।

– সম্পাদক

OUR BANK DETAILS:

1. Bank : State Bank of India

Branch : **Triplicane, Chennai-5**
Name : **S. Sam Selva Raj**
A/C No. : **1023 2934 679**
IFSC : **SBIN 00 00 249**
SWIFT CODE : **SBI NIN BB 455**

2. Bank : ICICI Bank

Branch : **Anna Salai, Chennai-6**
Name : **Echo of His Call**
A/C No. : **6038 0502 2319**
IFSC : **ICIC 000 6038**

3. Bank : State Bank of India

(This Account is for Tax Exemption for Indians only)

Branch : **Triplicane, Chennai-5**
Name : **Echo of His Call Educational Trust**
A/C No. : **1023 2923 805**
IFSC : **SBIN 00 00 249**

Google Pay: 98410 71858
PayPal : SAM SELVA RAJ
*****
E.mail : sam@echoofhiscall.org

আহ্বানের প্রতিধ্বনি

১৬টি ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা, বাইবেল কলেজসমূহ, ডাকযোগে পাঠক্রমগুলি, মণ্ডলী স্থাপন, গ্রামীণ ইংরাজী উচ্চবিদ্যালয়, গসপেল প্রিন্টিং প্রেস, ক্রুশেড, সেমিনার, সামাজিক পরিষেবা, ইত্যাদি।

বাৎসরিক গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা **আজীবন গ্রাহক মূল্য :** ২,০০০ টাকা

আপনাদের মতো ঈশ্বরের সন্তানদের স্বেচ্ছাদত্ত অনুদানের মাধ্যমে আমাদের **আহ্বানের প্রতিধ্বনি পরিচর্যাগুলির** এই বহুমুখী কার্যকলাপগুলি পরিচালিত হচ্ছে। ঈশ্বর যেভাবে আপনাকে পরিচালিত করবেন সেইভাবে আপনিও **আহ্বানের প্রতিধ্বনি পত্রিকাকে** এবং এর কার্যকলাপগুলিকে সাহায্য করতে পারেন। সুসমাচার অপ্রসারিত এলাকাগুলিতে লোকদের কাছে সুসমাচার পাঠাতে এবং মণ্ডলী স্থাপন করার জন্য আমাদের প্রয়োজন আপনাদের সহৃদয় সাহায্য।

আপনি যদি নিয়মিত আহ্বানের প্রতিধ্বনি পত্রিকাটি পেতে চান, অনুগ্রহ করে আমাদের লিখুন। আপনি যখনই আপনার ঠিকানা অথবা ই-মেইল পরিবর্তন করবেন তখনই অনুগ্রহ করে আপনার পুরাতন এবং নতুন ঠিকানা পাঠিয়ে দেবেন।

তাঁর **আহ্বানের প্রতিধ্বনি পত্রিকাটি** ১৬টি ভাষায় আমাদের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়। আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে পত্রিকাগুলি পাঠ করতে পারেন এবং ডাউনলোড করতে পারেন এবং আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারেন।

আপনার পত্রগুলি, প্রার্থনার অনুরোধগুলি এবং আপনার আর্থিক সাহায্যগুলি (মানি অর্ডার, চেক অথবা ডিমাণ্ড ড্রাফটগুলি, এনইএফটি, পেপাল (Sam Selva Raj, sam@echoofhiscall.org) ফোনপে (98410 71858), জিপে (98410 71858), ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আহ্বানের প্রতিধ্বনির নামে মানিগ্রাম অনুগ্রহ করে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারেন।

অনুগ্রহ করে আপনার ল্যাণ্ড ফোন/মোবাইল ফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা আধুনিকীকরণ করতে পারি।

Our address :

ECHO OF HIS CALL

10, MOHAMMED ABDULLAH 2ND STREET, CHEPAUK,
CHENNAI - 600 005, INDIA
PH: (+91-44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766, Cell: (+91) 98410 71852,
95661 31858 / E.mails: sam@echoofhiscall.org / biblecor@yahoo.co.in
Websites: www.echoofhiscall.org / www.stpaulsmatriculation.com

YOU CAN SEND YOUR DONATION ONLINE ALSO

RNI NO. 70104/98
Postal Regn. No. TN/CH/(C)/205/21-23
WPP NO. TN/PMG(CCR) / WPP- 264/21-23
Date of Publication: Second week of every month
Date of Posting : 13th & 14th of every month
Posted at "Egmore RMS / 1 Patrika Channel"
on 14th MAY, 2022
If un-delivered please return to:
ECHO OF HIS CALL (BENGALI)
P.O. Box No. 2957,
Chepauk, Chennai - 600 005, INDIA.
Phone: (+ 91- 44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766

JESUS LOVES YOU!

To

GOD BLESS YOU!

Owned and published by **S. Sam Selva Raj** from New No. 8 & 10, Old No. 18 & 19, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk, Chennai-600 005 and printed by him at **Echo of His Call Printers**, New No. 8 & 10, Old No. 18 & 19, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk, Chennai-600 005. Editor: **S. Sam Selva Raj.**